পাহাড়ী জনগণের উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা

রামগড় স্থলবন্দর

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

ক্রেডিট নম্বর: ৬০০২- বি.ডি

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

ফরমাশ থেকে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে রপ্তানী কারকেরা ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ সময় অপেক্ষা করতে হয় স্থলবন্দরের অবকাঠামোগত অসুবিধার জন্য। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যে প্রকল্পটি হাতে নিয়েছেন তার নাম হল "বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১" যেখানে আন্তর্জাতিক প্রকল্প উন্নয়ন সংস্থা থেকে ১৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়া হবে এবং সহযোগী সংস্থা বাংলাদেশ সরকার ২০.৪২ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করবে। এই প্রকল্পের তিনটি উপাদানের মধ্যে উপাদান নম্বর ১ এর আওতায় চারটি স্থলবন্দর নির্মিত হচ্ছে যার মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন বন্দর রামগড়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই গবেষণায় ০৮টি উপাদান ছিলো। এর মধ্যে অন্যতম উপাদান হলো সামাজিক প্রভাব নিরুপন (SIA), পূর্ণবাসন নীতিমালা (ফ্রেমওয়ার্ক), পুণর্বাসন কর্মপরিকল্পনা এবং যেখানে প্রয়োজন বন্দরের জন্য আদিবাসী বা পাহাড়ী জনগনের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আদিবাসী বা পাহাড়ী জনগনের উন্নয়ন পরিকল্পনাটি সম্ভাব্যতা গবেষণা প্রক্রিয়ার অধীনে ০৮টি উপাদানের অন্তর্ভুক্ত একটি উপাদান। এই পাহাড়ী জনগেণের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দু'টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। ১) ২০১৬ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কৃত SEVCDF পর্যালোচনা এবং ২) প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ পাহাড়ী জনগণের জন্য "পাহাড়ী জনগনের উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা সম্বলিত পাহাড়ী জনগণের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

এই পরিকল্পনায় পাহাড়ী জনগনের ক্ষতির প্রতিকার হিসাবে প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। সেই সাথে ক্ষতিকর প্রভাবগুলো যাতে এড়ানো, কমানো বা প্রশমিত করা অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে ক্ষতিকর প্রভাব কমানো যায় সেই নিমিত্তে পাহাড়ী জনগনের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি বাস্তবতার নিরিখে সহজ ও নমনীয়ভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে BLPA এই কর্মপরিকল্পনাকে প্রকল্পের কর্ম নকশায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

এই কর্মপরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংবিধান ও যথোপযুক্ত রাষ্ট্রীয় আইনের একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ জাতীয় প্রযোজ্য আইনগুলো, যথা চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকার জন্য প্রযোজ্য আইন ও নীতিমালা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালা, যেমন মহিলাদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন বিলোপ সংক্রান্ত নীতিমালা যা CEDAW নামে অভিহিত; নারীর প্রতি সহিংসতা অপনোদন সংক্রান্ত নীতিমালা, দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংকের জমি অধিগ্রহণ ও পূর্ণবাসন সংক্রান্ত নীতিমালা (OP/BP, 4.12) এবং পাহাড়ী আদিবাসী জনগনের জন্য প্রযোজ্য (OP/BP 4.10) নীতিমালাগুলো রামগড়ের জন্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অবকাঠামোগত আবশ্যিক বিষয়গুলো অধ্যায় ৩ তে সংযুক্ত হয়েছে। যেখানে লে-আউট প্ল্যান এ দেখানো হয়েছে, তীর বা পার্শ্ব সুরক্ষা, সীমানা প্রাচীর, খোলা অঙ্গন, সুরক্ষা ব্যারাক, উপরে স্থাপিত জলাধার, বন্দর ভবন, যাত্রী প্রবেশ ও বহির্গমন ফটক, খোলা অঙ্গন, গাড়ী প্রবেশের ফটক, অফিস ভবন, গুদাম ঘর, হিমঘর, বন্দর এলাকা এবং যাত্রী এলাকায় সমন্বিত শৌচাগার ভবন, ট্রাক টার্মিনাল, আগুন নির্বাপন ষ্টেশন, বিশ্রামাগার, পুকুর, খেলার জায়গা এবং যৌথ শয়নালয়।

অধ্যায় ০৪ এ জনগনের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে দুটো উঠান বৈঠক, ক্ষতিগ্রস্থ ৬১ জনের উপর জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থতার তালিকা এবং সামাজিক প্রভাব নিরুপনের (SIA) নিমিত্তে ১৯০ জনের উপর নমুনা ভিত্তিক প্রভাব নিরুপিত হয়। এই ১৯০ জন মূলত দুটি উপজেলায় অর্থাৎ রামগড় ও মাটিরাঙ্গায় বাস করেন। তাদের জীবনে প্রকল্পের প্রভাবের পূর্ণ তালিকা তৈরী করা হয়েছে যা সম্ভাব্যতা যাচাই এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় দুটি সাধারণ ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের অংশগ্রহণে পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, একটি হলো সম্ভাব্যতা যাচাইকালীন ২০১৬-১৭ সনে এবং অন্যটি হলো প্রকল্প প্রণয়নকালীন সময়ে, দুটো মতবিনিময় ও পরামর্শ সভাই বিভিন্ন শ্রেনীর পেশাদার মানুষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়- ২৭ শে মে ২০২০, উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে, রামগড় জেলার খাগড়াছড়িতে। জনাব আ.ন.ম বদরুদ্দোজা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামগড় সভাপতিত্ব করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, বিজিবি, পাহাড়ী জনগন, সাংবাদিক, শ্রমজীবি, কৃষক এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মূলত জমি অধিগ্রহণ বিষয়াবলী ও ক্ষতিপূরণ নীতিমালা আলোচিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তার সর্বাঙ্গীন সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দেন। মো: হাবিবুর রহমান যুগ্মসচিব এবং প্রকল্প পরিচালক বি.আর.সি.পি-১ বলেন যে এই বিরাট উন্নয়ন কর্মটি স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে। স্থানীয় জনগন শুধু মাত্র চাকুরীর উপর নির্ভর করে না, তার নিজেদের উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তুলতে পারবে এবং ব্যবসা করতে পারবে। এই স্থলবন্দরটি সমগ্র দেশের কাছেই এই উপজেলাকে তুলে ধরবে। এই মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীরা প্রকল্পের প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। শুধুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও হেডম্যান সহ গণ্যমাণ্য ও অন্য ব্যক্তিদের সহায়তায় যদি কোন উদ্ভুত পরিস্থিতি হয় তবে তা নিরসন করা হবে।

অধ্যায় ৫ এ পাহাড়ী জনগনের কর্ম পরিকল্পনা সহ অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাগুলির বাস্তবায়নের দ্বায়িত্ব হলো প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিভাগের অর্থ্যাৎ PIU-র, মূল বন্দর কর্তৃপক্ষ পরামর্শক সংস্থা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান-কে বাস্তবায়নে বা জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা রক্ষার জন্য তাদের সাথে পরামর্শ সভার আয়োজনের বা SIA, পাহাড়ী জনগনের জন্য সাংস্কৃতিক সংবেদনশীন উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ও বাস্তবায়নের জন্য যুক্ত করতে পারে।

পাহাড়ী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা পর্যক্ষেণ ও মূল্যায়নের জন্য পাহাড়ী জনগণের অর্থ সামাজিক, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, অবকাঠামো সুবিধা ও সেবাসমূহ, জমি ব্যবহার প্রক্রিয়া, উৎপাদনের ধরন, সুবিধা ইত্যাদি BLPA-র মাধ্যমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা Baseline Survey করে তথ্যগুলো Documented করা হবে। প্রকল্পের সাথে কোন সংক্ষুব্ধতা তৈরী হলে সংক্ষুব্ধতা প্রশমণের জন্য দুই ধরণের ব্যবস্থা তৈরী করা হবে। PIU-র সোস্যাল স্পেশিয়ালিস্ট সমন্বয় কারী হিসাবে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের Head Quarter এ প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালকের অধীনে কাজ করবেন, আর স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অধীনে BLPA-র একজন প্রতিনিধি সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করবেন। স্থানীয় পর্যায়ে সংক্ষুব্ধতা প্রশমন কমিটিতে উপজেলা চেয়ারম্যানের মনোনীত একজন ব্যক্তি, হেডম্যান রামগড়, ক্ষতিগ্রস্থ পাহাড়ী জনগোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত একজন এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ সবার পক্ষ থেকে একজন নিয়ে সংক্ষুব্ধতা নিরসন কমিটি তৈরী করা হবে।

ক্ষতিগ্রস্থ যারা মনে করবেন প্রকল্পের কারণে তাদের মধ্যে সংক্ষুব্ধতা তৈরী হয়েছে তারা স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ দিতে পারেন। পরবর্তীতে সমাধান না হলে হেড কোয়ার্টারেও দিতে পারেন। এতেও সংক্ষুব্ধতা না কমলে বিশ্বব্যাংকের সংক্ষুব্ধতা নিরসন ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিযোগ করতে পারেন।

পাহাড়ী জনগণের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাজেট পুণর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে। এই কর্মপরিকল্পনায় জমির ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামো, ক্ষতিগ্রস্থ শস্য ও গাছ এবং জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত সাহায্য পাহাড়ী ভঙ্গুর জনগোষ্ঠী যাদের আয় ১০,০০০ টাকা বা তার নিচে, মহিলা প্রধান পরিবার ও প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।